মুখবন্ধ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় এ যাবতকালের সর্বোচ্চ ব্যয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত প্রকল্পসমূহের গুণগতমান বজায় রেখে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অত্যাবশক। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) তার সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে এ কাজটি সফলতার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Implementation Monitoring), নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring), সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) করা আইএমইডি'র অন্যতম প্রধান কাজ।

অর্থবছর ভিত্তিক এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্তির পর মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারি করা আইএমইডি'র উল্লেখযোগ্য কাজের অন্যতম। জারিকৃত সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংকলন করে এ বিভাগ কর্তৃক বই প্রকাশ করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিভুক্ত ১,৫৪৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ২৪০টি প্রকল্প পরিবীক্ষণপূর্বক সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এ সংকলনটি ৪টি খন্ডে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে Terminal Evaluation-সমূহ আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংকলনে একটি নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary) অন্তর্ভুক্ত করে এডিপি'র ১৭ সেক্টর ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্বাহী সারসংক্ষেপে এডিপি'র আওতায় পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তদপ্রেক্ষিতে সুপারিশ সন্নিবেশিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক উক্ত সুপারিশের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আরও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে PCR প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা এবং প্রকল্প অফিস ও প্রকল্প এলাকা হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক প্রকল্পের Terminal Evaluation প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। যথাসময়ে Terminal Evaluation প্রতিবেদন প্রণয়ন PCR প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইএমইডিতে PCR প্রেরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে এ সংকলনটি তথ্য ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক গবেষণার 'Secondary Information' -এর উৎস হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। সর্বোপরি, এ সংকলনটি ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকারী, অনুমোদনকারী, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিভাগে কর্মরত আমার সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৪
০৯ এপ্রিল ২০১৮

মো: মফিজুল ইসলাম
সচিব